দৈনিক বাংলা

022

তারিখ ... 13 MAY 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ২ ...

জাতীয় গ্রন্থাগার সেপ্টেম্বরে চালু হবে

।। খায়রুল আনোয়ার মকবুল ।।

বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। প্রায় আট কোটি টাকার প্রকল্পের আওতায় ঢাকাস্থ শেরে বাংলা নগরে গ্রন্থাগার ভবনের নির্মাণ কাজ আগামী মাসে শেষ হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।

জাতীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান কার্যক্রম হবে ঃ দেশের অভ্য

৭-এর পৃঃ দ্রঃ

জাতীয় গ্রন্থাগার

(১-এর পৃঃ পর)

ন্তরে প্রকাশিত সকল প্রকার বই পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও অন্যান্য তথ্যপূর্ণ দলিলপত্র এবং বিদেশে বাংলাদেশের ওপর প্রকাশিত যাবতীয় পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও এর যথাযথ ব্যবহার করা। ১৯৭২ সালে এ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং '৭৬ সালে এর কাজ শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ কর্তৃক ৪ কোটি ৬৫ লাখ টাকার এ গ্রন্থাগার প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ব্যয় দাঁড়ায় ৭ কোটি ৯২ লাখ টাকায়।

জাতীয় গ্রন্থাগার ভবনে মোট চারটি ব্লক থাকবে। এর মধ্যে দুটি ব্লক হচ্ছে সাত তলার। যাতে বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হবে। অপর দুটি ব্লক হচ্ছে তিন তলায়। যার একটি হবে পাঠাগার এবং অপরটি প্রশাসনিক বিভাগ।

জাতীয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট একজন কর্মকর্তা জানান যে পৃথিবীর প্রায় দেশেই এ ধরনের গ্রন্থাগার রয়েছে। পাবলিক লাইব্রেরী থেকে এর কার্যক্রম অনেক ব্যাপক। এ গ্রন্থাগারের কার্যক্রমের মধ্যে থাকবে ঃ দেশে প্রকাশিত যাবতীয় বই-পুস্তক, পত্রপত্রিকা ও বিদেশে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বই-পত্রপত্রিকা সংগ্রহ, দুষ্প্রাপ্য বই, পত্রিকা সংগ্রহ, জাতীয় পর্যায়ে গবেষণায় সহযোগিতা দান, গ্রন্থাগারিকদের জন্যে প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করা ইত্যাদি। এছাড়া গবেষকের প্রয়োজনে দেশে নেই কিন্তু বিদেশের গ্রন্থাগারে রয়েছে এমন বই-পুস্তক ধারে সংগ্রহ করে দেয়া, বিদেশের গ্রন্থাগারের সঙ্গে বই-পুস্তক আদান-প্রদানের কাজও এ গ্রন্থাগার করবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ জাতীয় গ্রন্থাগার তার বর্তমান অস্থায়ী কার্যালয়ে ইতিমধ্যে প্রায় দেড় হাজার বই ও পত্রপত্রিকা সংগ্রহ করেছে।